

আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ উহুদ যুদ্ধ (غَزْوَةُ أُحُدٍ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

(الْمَجْلِسُ الْإِسْتِشَارِيُّ لِأَخْذِ خُطَّةِ الدِّفَاعِ) মদীনার প্রতিরক্ষা হেতু পরামর্শ সভার বৈঠক

মদীনার গোয়েন্দা বাহিনী মক্কা সেনাবাহিনীর এক একটি করে খবর মদীনায় পৌঁছে দিচ্ছিল। এমনকি তাদের শিবির স্থাপন করার শেষ সংবাদটিও তাঁরা পৌঁছে দেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি পরামর্শ করার ইচ্ছা করেছিলেন। ঐ সভায় তিনি নিজের দেখা একটি স্বপ্নের কথাও প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,

(إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ وَاللَّهِ خَيْرًا، رَأَيْتُ بَقْرًا يُذْبِحُ، وَرَأَيْتُ فِي ذُبَابٍ سَيْفِي تُلْمَأُ، وَرَأَيْتُ أَنِّي أَدْخَلْتُ يَدِي فِي بَرْعِ حَصِيئَةٍ)

‘আল্লাহর শপথ! আমি একটি ভাল জিনিস দেখেছি। আমি দেখি যে, কতগুলো গাভী যবেহ করা হচ্ছে। আরো দেখি যে, আমার তরবারীর মাথায় কিছু ভঙ্গুরতা রয়েছে। আর এও দেখি যে, আমি আমার হাতখানা একটি সুরক্ষিত বর্মের মধ্যে ঢুকিয়েছি।’ তারপর তিনি গাভীর এ তা’বীর ব্যাখ্যা করেন যে, কিছু সাহাবা (রাঃ) নিহত হবেন। আর তরবারীর ভঙ্গুরতার এ তা’বীর করেন যে, তার বাড়ির কোন লোক শহীদ হবেন এবং সুরক্ষিত বর্মের এ তা’বীর করেন যে, এর দ্বারা মদীনা শহরকে বুঝানো হয়েছে।

অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর সামনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রতিরোধমূলক কর্মসূচী সম্পর্কে এ মত পেশ করেন যে, এবার নগরের বাইরে গমন করা কোন মতেই সঙ্গত হবে না, বরং নগরের অভ্যন্তরে থেকে যুদ্ধ করাই সঙ্গত হবে। কেননা, মদীনা একটি সুরক্ষিত শহর। সুতরাং শত্রু-সৈন্য নগরের নিকটবর্তী হলে মুসলিমরা সহজেই তাদের ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে। আর মহিলারা ছাদের উপর থেকে তাদেরকে ইট পাটকেল ছুঁড়বে। এটাই ছিল সঠিক মত। আর মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইও এ মত সমর্থন করে। সে এ পরামর্শ সভায় খায়রাজ গোত্রের একজন প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল। সে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ মত সমর্থন করেনি, বরং যুদ্ধ থেকে দূরে থাকাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। কারণ এর ফলে সে যুদ্ধকে এড়িয়ে যেতেও পারছে, আবার কেউ এর টেরও পাচ্ছে না। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তিনি চেয়েছিলেন যে, এ লোকটি তার সঙ্গীসাথীসহ সর্ব সম্মুখে লাক্ষিত ও অপমানিত হোক এবং তার কপটতার উপর যে পর্দা পড়ে ছিল তা অপসৃত হয়ে যাক। আর মুসলিমরা তাদের চরম বিপদের সময় যেন এটা জানতে পারে যে, তাদের জামার আস্তিনের মধ্যে কত সাপ চলাফেরা করছে।

কিন্তু বিশিষ্ট সাহাবীগণের একটি দল এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তারা সবিনয় নিবেদন করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা এ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারছি না। কারণ আমাদের মতে, এভাবে নগরে অবরুদ্ধ হয়ে থাকলে শত্রুপক্ষের সাহস বেড়ে যাবে। তারা মনে করবে যে, আমরা তাদের বলবিক্রম দর্শনে ভীত হয়ে পড়েছি। আমরা শত্রুপক্ষকে দেখাতে চাই যে, আমরা দুর্বল নই কিংবা কাপুরুষও নই। আজ যদি আমরা অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে পারি তবে ভবিষ্যতে মক্কাবাসীগণ আমাদেরকে আক্রমণ করতে এত সহজে সাহসী হতে

পারবে না।’ এরই মধ্যে আবার কেউ কেউ তো বলে উঠলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আমরা তো এ দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। আমরা আল্লাহর কাছে এ মুহূর্তের জন্যই দু‘আ করেছিলাম তিনি তা গ্রহণ করেছেন। এটাই ময়দানে যাওয়ার উপযুক্ত সময়।’ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর পিতৃতুল্য বীরকেশরী হামযাহ (রাঃ) এতক্ষণ চুপ করে এ সব আলোচনা শ্রবণ করে যাচ্ছিলেন। এতক্ষণে তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, ‘এটাই তো কথার মতো কথা। আমরা সত্যের সেবক মুসলিম। সত্যের সেবায় প্রাণ বিলিয়ে দেয়াই আমাদের পার্থিব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা। জয় পরাজয় আল্লাহর হাতে এবং জীবন মরণ তাঁরই অধিকারে। এ ধরনের চিন্তা করার কোন দরকার আমাদের নেই। হে আল্লাহর সত্য নাবী (ﷺ), যিনি আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তাঁর শপথ! মদীনার বাইরে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ না করে আমি খাবার স্পর্শ করব না।’[1]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অধিকাংশের এ মতের সামনে নিজের মত পরিত্যাগ করলেন এবং মদীনার বাইরে গিয়েই শত্রু বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

ফুটনোট

[1] সীরাতে হালবিয়াহ ২য় খন্ড ১৪ পৃঃ।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6234>

 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন